দৈনিক ইত্তেফাক 24

তারিখ .. DEC. 13 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

উইপোকার কবলে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর ৩৫ হাজার গ্রন্থ

আনোয়ার আলদীন ॥ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রায় ৩৫ হাজার মূল্যবান গ্রন্থ উইপোকা কাটিয়া বিনষ্ট করিয়াছে। আরও কয়েক হাজার মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিনষ্টের পথে। কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার কারণে এই লাইব্রেরী হইতে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার মত মূল্যবান গ্রন্থের ৩০টি ভলিউম চুরি হইয়া গিয়াছে। ইহাছাড়া বই চুরি এবং বইয়ের মূল্যবান অংশের পাতা কাটার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। অবস্থা এমনই যে, কয়েক মাস পূর্বে এই (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

উইপোকার কবলে

(১ম পৃঃ পর)

লাইব্রেরীতে কবি নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে রাখার জন্য ১৬৪৫ সালে প্রকাশিত একটি দুষ্প্রপ্য বই খুঁজিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত উহা লাইব্রেরীর ডাষ্টবিন হইতে উদ্ধার করা হয়।

দেশের অন্যতম বৃহৎ এ লাইব্রেরীতে বর্তমানে বই ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক। তবে গত ৪ বছরে এ লাইব্রেরীতে নূতন বই সংযুক্তির তালিকাটি বড় ক্ষীণ। মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' সহ অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এই লাইব্রেরীতে থাকিলেও তাহা বড় অযত্ন-অবহেলায় বিনষ্টপ্রায়। জানা গিয়াছে, গত ২০ বৎসর যাবৎ এই লাইব্রেরীটি 'চেক-আপ' না করার কারণে অনেক বইয়ের উপর ধুলাবালির আস্তর এমনভাবে পড়িয়াছে যে, বইয়ের নামটি পর্যন্ত উদ্ধার করা মুশকিল। অনেক মূল্যবান পুরাতন বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাহা বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা অনুল্লেখ্য।

তবে লাইব্রেরীর একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইল ঃ কিছুকাল পূর্বে এ লাইব্রেরীতে অটোমেশন প্রজেক্ট চালু করা হইয়াছে। এ মেশিনের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে।

সরেজমিনে দেখা গিয়াছে, লাইব্রেরীতে পরিচয়পত্র ছাড়া প্রবেশ করা নিষিদ্ধ থাকিলেও প্রবেশের ক্ষেত্রে কাহারও প্রবেশপত্র চেক করা হয় না। ফলে লাইব্রেরীতে প্রণয় জুটিদের ভিড় কম নয়।

এদিকে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ বই বিনষ্টের বিষয়টি অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদের মতে, বই সংরক্ষণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ "আন্তরিক"।

SHEET —— OF —— SHEETS